চুয়াডাঙ্গায় সরকারিভাবে ধান-চাল সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়নি

সরকারিভাবে ধান-চাল সংগ্রহের সময় শেষ হলেও চুয়াডাঙ্গা জেলায় লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়নি। সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে বাজারে ধান-চালের দাম বেশি হওয়ায় কৃষকরা খাদ্যগুদামে ধান-চাল বিক্রি করেনি। স্থানীয় কর্মকর্তারা বলছেন, সংগ্রহের সময় বাড়বে। নতুন ধান উঠেছে। আরো কিছু ধান-চাল কেনা হতে পারে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক মো. রেজাউল ইসলাম জানান, জেলায় এ বছর পাঁচ হাজার ৩১০ টন ধান ও সাত হাজার ৬০৫ টন চাল কেনার লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। গত ৩১ আগস্ট পর্যন্ত এ সময় নির্ধারণ ছিল। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চুয়াডাঙ্গা খাদ্য বিভাগ ধান কিনতে পেরেছে এক হাজার ২১০ টন; যা লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ২৩ ভাগ। এছাড়া চাল কিনতে পেরেছে তিন হাজার ২৬৪ টন; যা লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ৪৩ ভাগ।

তিনি জানান, ক্রয় কার্যক্রম শুরুর আগে লটারির মাধ্যমে পাঁচ হাজার ৩১০ জন কৃষক নির্বাচিত করা হয়। প্রত্যেক কৃষক এক টন করে ধান দিতে পারবেন। সেই হিসেবে নির্ধারিত কৃষকদের কাছ থেকেই ধান কিনে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হওয়ার কথা। কিন্তু খোলা বাজারে দাম বেশি থাকায় নির্ধারিত কৃষকরা খাদ্য বিভাগের কাছে ধান বিক্রি করেনি। একই অবস্থা হয়েছে চাল কেনার ক্ষেত্রেও।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার আলোকদিয়া গ্রামের কৃষক মাসুম আলী জানান, সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে খোলা বাজারে ধান ও চালের দাম বেশি। এজন্য কৃষকরা খাদ্য গুদামে ধান ও চাল বিক্রি করেনি।

মিল মালিকরা জানান, খাদ্য বিভাগের নির্ধারিত দামে চাল বিক্রি করতে হলে মোটা অংকের লোকসান দিতে হবে। এজন্য মিল মালিকরা খাদ্য বিভাগে চাল দিতে পারেনি। আমরা কিছুটা দাম বাড়ানোর দাবি করেছিলাম।

চুয়াডাঙ্গা জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক মো. রেজাউল ইসলাম জানান, আরো ১৫ দিন সময় বাড়বে। বর্ধিত সময়ে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হতে পারে।

আমাদের আশা কৃষক ভাল দাম পাক। সেই অবস্থায় হয়েছে। বাইরে বিক্রি করে কৃষক ভাল দাম পেয়েছে। তা ছাড়া পর্যাপ্ত খাদ্য মজুদ আছে। জেলায় খাদ্য সংকট হবে না।

চুয়াডাঙ্গায় বেড়েছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা

চুয়াডাঙ্গায় দিনে দিনে করোনা সংক্রমণ বাড়ছে। মৃত্যুর হারও বেড়ে গেছে। জ্বর, সর্দি-কাশিতে আক্রান্ত বেশিরভাগই পরীক্ষা করার উদ্যোগ নিচ্ছে না। বরং তারা বাড়িতে চিকিৎসাধীন থাকার পাশাপাশি প্রকাশ্যে বাইরে ঘুরছেন। এ কারণেই আরো বেশি সংক্রমণ ছড়িয়ে পরার ভয় রয়েছে বলে অনেকে মনে করছেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলায় শুধু আগস্ট মাসেই করোনা পজিটিভ হয়ে মারা গেছেন ২২ জন এবং আক্রান্ত হয়েছেন ৬৫৭ জন।

চুয়াডাঙ্গা স্বাস্থ্য বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, গত বুধবার রাত পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা জেলায় করোনা আক্রান্তর সংখ্যা এক হাজার ২৭৮ জন। এ পর্যন্ত মারা গেছেন ৩২ জন।

চুয়াডাঙ্গা জেলায় করোনা ভাইরাস নমুনা পরীক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেই। শুরু থেকেই পরীক্ষা করা হয় ঢাকা, যশোর, খুলনা ও কুষ্টিয়ার পিসিআর ল্যাবে। বর্তমানে বেশিরভাগ পরীক্ষা করা হচ্ছে কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পিসিআর ল্যাবে। জেলায় পরীক্ষার কোনো ব্যবস্থা না থাকায় কখনো কখনো অনেকের প্রতিবেদন এসেছে ৭-৮ দিন পর। কয়েকদিন আগে কৃষ্টিয়া পিসিআর ল্যাবে ত্রুটি দেখা দেওয়ায় চুয়াডাঙ্গার নমুনা পাঠাতে হয় ঢাকায়।

তখনও প্রতিবেদন আসতে দেরি হয়। এসব কারণেই অনেকে নমুনা পরীক্ষার ব্যাপারে অনাগ্রহী। তবে, করোনা আক্রান্তদের সামাজিকভাবে ভাল চোখে না দেখা, বাড়ি লকডাউন প্রভৃতি কারণে উপসর্গ দেখা দেওয়ার পরও অনেকে পরীক্ষার ব্যাপারে আগ্রহী নন। যারা পরীক্ষা করাচ্ছেন না তারা প্রকাশ্যে নির্বিঘ্নে ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ পাচ্ছেন। যা

খুবই ভয়ের কারণ বলে মনে করা হচ্ছে। এসব কারণেই বাড়ছে সংক্রমণ।

চুয়াডাঙ্গা স্বাস্থ্য বিভাগের হিসাব অনুযায়ী চুয়াডাঙ্গা জেলায় গত ১৬ মার্চ করোনার প্রথম রোগি সনাক্ত হয়। ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত দেড় মাসে আক্রান্তর সংখ্যা ছিল মাত্র আট জন। এর একমাস পরে ৩১ মে এসে আক্রান্ত সংখ্যা বেড়ে হয় ৯০ জনে। ৩০ জুনে এসে তা ২২২ জনে পৌঁছে। এর একমাস পর ৩১ জুলাই এসে পজিটিভ সংখ্যা হয় ৬১৮ জন। সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয় আগস্ট মাসে। শুধু আগস্ট মাসেই আক্রান্ত হয় ৬৫৪ জন। হিসাব অনুযায়ী শুধু আগস্ট মাসেই চুয়াডাঙ্গা জেলায় করোনা পজিটিভ হয়ে মারা গেছেন ২২ জন। তার আগের সাড়ে চার মাসে মারা গেছেন ১০ জন।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে করোনামুক্ত হওয়া মশিউর রহমান বলেন, উপসর্গ দেখা দিলেই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়াটাই ঠিক সিদ্ধান্ত। অনেকে সামান্য জ্বর কাশি মনে করে তোয়াক্কা করছেন না। তারা হঠাৎ বিপদে পড়ছেন। এভাবে অবহেলা করার কারণে মারাও গেছেন কেউ কেউ। শেষসময়ে হাসপাতালে এসে ভর্র্তি হওয়ার দুএকদিনের মধ্যে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে এমন অনেকেই আছেন।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে চুয়াডাঙ্গা বড়বাজারের এক ব্যবসায়ী বলেন, বাজারে প্রচণ্ড ভীড়। মানুষ ভীড় করে কেনাকাটা করছেন। এ কারণেই করোনা ছড়াচ্ছে বেশি। পরীক্ষার পর সরকারিভাবে যা ঘোষণা করা হচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশি আক্রান্ত চুয়াডাঙ্গায়। আক্রান্ত হওয়ার পরও তারা থাকছেন হিসেবের বাইরে।

করোনা আক্রান্ত রোগির সংখ্যা বৃদ্ধি প্রসঙ্গে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার ডা. শামীম কবির বলেন, এ মাসে করোনা পজিটিভের সংখ্যা বেড়েছে। নিরাপদে থাকতে হলে স্বাস্থ্য বিধি মানতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। মাস্ক পড়তে হবে, সাবান দিয়ে ঘন ঘন হাত ধুতে হবে এবং স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে হবে। এগুলো মেনে সতর্ক থাকলে সংক্রমণ কমবে। কারো কোনো উপসর্গ দেখা দিলে ঘরে থাকতে হবে। হাসপাতালে ভর্তি হয়ে কিছুদিন চিকিৎসা নিয়েছেন এমন প্রায় সব রোগিই সুস্থ্য হয়েছেন।

আলমডাঙ্গার উদয়পুর- বাঁশবাড়িয়া রাস্তার গাছ কেটে বিক্রির অভিযোগ

আলমডাঙ্গার হারদী ইউনিয়নের উদয়পুর গ্রামে রাস্তার গাছ কেটে বিক্রির অভিযোগ উঠেছে হবিবর রহমানের বিরুদ্ধে।

গতকাল উদয়পুর- বাশঁবাড়িয়ার রাস্তার পাশে একটি শিমুল গাছ কেটে বিক্রি করেছে বলে জানা গেছে। তবে হবিবর রহমান দাবী করেছেন গাছটি তার সম্পতির মধ্যে ছিল।

স্থানীয়রা জানান, উয়দপুর গ্রামের মৃত আতর আলীর ছেলে হবিবর রহমান সরকারী রাস্তার পাশের একটি শিমুল গাছ কেটে বিক্রি করেছে। সে দাবী করলেও ওখানে কয়েকবার মাফ হয়েছে। ওখানে দুই চেনেই জমি রাস্তার নামে আছে।

দেখা গেছে হবিবর রাস্তার জমি দখল করে আছেন। গাছটি রাস্তার জমির ভেতর পড়ে। তবু সে সরকারী গাছটি কেটে বিক্রি করেছে।

আলমডাঙ্গার প্রাগপুরের পূর্বশত্রুতার জের ধরের মারামারী ; থানায় মামলা

আলমডাঙ্গায় পূর্ব শত্রুতার জের ধরে এক জনকে রক্তাক্ত জখম করেছেন প্রতিবেশীরা। এ ব্যাপারের আহত জামাল বাদশা থানায় বাদী হয়ে একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন।

অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, আলমডাঙ্গার প্রাগপুর গ্রামের নিয়াজ উদ্দিনের ছেলে জামাল বাদশার সাথে দীর্ঘদিন ধরে পারিবারিক কলাহল চলছে। সেই সূত্র ধরে গত ৩১ আগস্ট সন্ধ্যার সময় জামাল বাদশার সাথে

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [

বিষয়টি নিয়ে এলাকাবাসীর মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে নানা কৌতূহল। মা ও মেয়ের অনশনে টনক নড়েনি পৌর মেয়রের ও। উপায়ন্তর না পেয়ে অবশেষে বৃহস্পতিবার বিকালে গাংনী উপজেলা পরিষদ শহীদ মিনারে লাগানো আমরণ অনশন ব্যানারটি অপসারণ করে মা মেয়ে দুজনেই বাড়ি চলে যান।

কোন অদৃশ্য ইশারায় বা প্রতিশ্রুতিতে তাদের এই আমরণ অনশন ভঙ্গ করলেন এমন প্রশ্ন করা হলে মা ও মেয়ে দুজনেই মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন,আমরা নিজের ইচ্ছায় অনশন করেছি, নিজের ইচ্ছাই বাড়ি চলে যাচ্ছি। এছাড়া আর কিছুই আপনারা জিজ্ঞেস করবেন না।

গাংনী পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলামের বিরুদ্ধে অনশনের ঘটনাটি একটি নাটকীয়তার সৃষ্টি হয়েছে। জনমনে শুরু হয়েছে নানা প্রশ্ন। অনেকেই বলছেন পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম অনশনকারীদের বিরুদ্ধে মানহানি মামলা করায় ঘাবড়ে গিয়ে অনশন ভঙ্গ করলেন তারা। আবার কেউ কেউ বলছেন বিষয়টি পারিবারিক ভাবে আপোষ মীমাংসার প্রতিশ্রুতি তেও অনশন ভঙ্গ করতে পারেন। তবে প্রকৃত ঘটনা আড়াল করতে চাইছেন অনশন ভঙ্গ কারীরা।

অতিরিক্ত দায়িত্বে থাকা প্রকৌশলী দিয়ে চলছে মেহেরপুর সড়ক বিভাগ

মেহেরপুর সড়ক বিভাগে বছরের পর বছর স্থায়ী কোন নির্বাহী প্রকৌশলী নেই। অন্য জেলার প্রকৌশলী কে দেওয়া হয়েছে মেহেরপুরের অতিরিক্ত দায়িত্ব। বর্তমানে মাগুরা সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী নজরুল ইসলাম মেহেরপুর সড়ক বিভাগের অতিরিক্ত দায়িত্বে আছেন। এ ছাড়াও নজরুল ইসলাম চুয়াডাঙ্গা সড়ক ও জনপদ বিভাগেও প্রকৌশলী হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্বে আছেন।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, ২০১১ সালে মেহেরপুর সড়ক বিভাগ জেলা অফিস হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। গত ৯ বছরে মাত্র দুই জন স্থায়ী নির্বাহী প্রকৌশলী ছিলেন। তারা হলেন শেখ আব্দুল আলী ও আনিসুজ্জামান মাসুদ। এঁদের কর্ম পরিধি ছিল বছর খানেক মত। পরবর্তিতে বা এর আগে

কোন স্থায়ী প্রকৌশলী হিসেবে মেহেরপুরে নিয়োগ পাননি।

যেসব কর্মকর্তারা অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেছেন তারা হলেন, শাহ নেওয়াজ, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, আব্দুল ওয়াদু, শেখ মোহাম্মদ হাসিবুর রহমান, আহসান উদ্দিন আহমেদ, তুষার ক্রান্তি সাহা, রফিকুল ইসলাম, আবুল কালাম আজাদ, রফিকুল ইসলাম, মোহাম্মদ জিয়াউল হায়দার, শওকত আহমেদ মজুমদার।

সড়ক বিভাগ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। রাস্তা, ব্রিজ,কালভাট নির্মাণের ক্ষেত্রে এই বিভাগটি কাজ করে। কাজের স্বাভাবিক গতি বজায় রাখতে একজন স্থায়ী নির্বাহী প্রকৌশলী প্রয়োজন বলে মনে করছেন মেহেরপুর সড়ক বিভাগের অন্যান্য কর্মকর্তারা। কয়েকজন কর্মকর্তা আরও জানান, মেহেরপুর একটি ঐতিহাসিক জেলা। স্বাধীনতার সূতিকাগার বলা হয় মুজিবনগর তথা মেহেরপুরকে।

এছাড়াও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রির নির্বাচনী এলাকা হলো এই মেহেরপুর। সেক্ষেত্রে প্রতিমন্ত্রী সাহেবের সুদৃষ্টি পড়লে আমরা একজন স্থায়ী নির্বাহী প্রকৌশলী পাবো। তাহলে মেহেরপুর জেলায় সড়ক বিভাগের কর্মকাণ্ডে গতি বৃদ্ধি পাবে।

গাংনীতে অনশনকারিদের বিরুদ্ধে ৫ কোটি টাকার মানহানি মামলা

গাংনীতে অনশনকারি মৌমিতা খাতুন পলি তার মা হুসনিয়ারা বেগম ও তার স্বামী মোমিনের বিরুদ্ধে অবশেষে ৫ কোটি টাকার মানহানী মামলা করেছেন গাংনী পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম। বৃহস্পতিবার মেহেরপুর চীফ জুডিশিয়ার আমলী ২য় আদালতে মামলাটি দায়ের করেন। মামলায় স্বাক্ষী করা হয়েছে ছয় জনকে।

জানাগেছে,পৌর সভায় চাকরির জন্য মৌমিতা খাতুন তার স্বামীর সহায়তায় কয়েকদফায় ১৫ লাখ টাকা মেয়র ও তার স্ত্রীর ব্যাংক একাউন্টে জমা করেন। ২০১৮ সালে মৌমিতা খাতুনকে চাকরি না দিয়ে

অন্য একজনকে নিয়োগড় প্রদান করেন । দীর্ঘদিন ওই ১৫ লাখ টাকা ফেরত চেয়ে না পাওয়ায় মৌমিতা ও তার মা গত ২০ আগস্ট গাংনী উপজেলা শহীদ মিনারে অনশন শুরু করেন।

এসময় গাংনী থানার ওসি মীমাংসার আশ্বাস দিলে অনশন ভঙ্গ করা হয় এবং পরদিন থানা চত্বরে বৈঠক হয়। এসময় মেয়র তার স্বামীর কাছে টাকা দিয়েছেন বলে জানান এবং স্বামী মোমিনকে পরবর্তী দিন ধার্য্য করা হয়। সেদিন মৌমিতার স্বামী উপস্থিত হলেও মেয়র আশরাফুল ইসলাম ব্যক্তিগত কাজের অজুহাতে বৈঠকে অনুপস্থিত ছিলেন। যার ফলে অমীমাংসিত ভাবেই বৈঠক মুলতবী ঘোষণা করেন। কোনো উপায়ন্ত না দেখে মৌমিতা ও তার মা আবারো অনশনে বসেন।

এদিকে বিভিন্ন সংবাদপত্রে মৌমিতার অনশনের খবর প্রকাশিত হলে মানহানী হয়েছে মর্মে মেয়র আশরাফুল ইসলাম মৌমিতা খাতুন ও তার মা এবং স্বামী মোমিনের বিরুদ্ধে মেহেরপুর চীফজুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে মানহানী মামলা দায়ের করেন। এ মামলায় সংশ্লিষ্ট প্রত্রিকার সাংবাদিকসহ ছয় জনকে স্বাক্ষী রাখেন।

মেহেরপুরে নতুন একজন করোনায় আক্রান্ত, মোট ৫৪৯ জন

মেহেরপুরে আজ নতুন করে ◌্নএক করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি গাংনী থানার বাসিন্দা। এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্ত হলেন ৫৪৯ জন। আজ সন্ধায় মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা.নাসির উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, আজ প্রাপ্ত ৩৩ টি রিপোটের মধ্যে ১ টি পজিটিভ। এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা- ৩৫৮৯ টি।

মেহেরপুর জেলায় বর্তমানে আক্রান্ত রয়েছেন ৯২ জন। (সদর ৩৯, গাংনী ৩০, মুজিবনগরে ২৩) জন। এ পর্যন্ত জেলায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়ে- ১২ জন। (সদর-৬, গাংনী- ৫, মুজিবনগর -১)। সুস্থ হয়েছেন ৪০২ জন । অন্যত্র ট্রান্সফার্ড করা হয়েছে ৩৮ জনকে।

মেহেরপুরে অজ্ঞান পার্টির খপ্পরে পড়ে সর্বস্ব হারালেন ঢাকার মরিচ ব্যাবসায়ী

মেহেরপুরের গাংনীতে অজ্ঞান পার্টির খপ্পরে পড়ে সর্বস্ব হারিয়েছেন এক মরিচ ব্যবসায়ী। বৃহস্পতিবার সকালে গাংনী উপজেলার বাওট বাজারে অচেতন অবস্থায় তাকে
পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা। স্থানীয় লোকজন জানান,

বৃহস্পতিবার ভোরে শ্যামলী পরিবহন থেকে তাকে নামিয়ে গাংনী উপজেলার বাওট বাজারে রেখে গেছে
পরিবহনের লোকজন। মরিচ ব্যবসায়ীর বাড়ি ঢাকা কালিয়াকৈর। তার নাম হাফিজুর রহমান, গুরু নামেও অনেক ব্যবসায়ীরা তাকে চেনে বলে জানিয়েছে এক
ব্যবসায়ী।

মেহেরপুরের বিভিন্ন আড়ৎ থেকে মরিচ কিনে ঢাকায় নিয়ে যেতো সে। মরিচ কেনার জন্য এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা তার নিকট ছিল বলে জানিয়েছে স্থানীয়রা।

গাংনীতে মা ও মেয়ের অনশনের চতুর্থ দিন-খোঁজ নিচ্ছেনা কেউ, চলছে নানা গুঞ্জন

গাংনী পৌর মেয়রের কাছে পাওনা টাকার দাবীতে অনশনরত মা মেয়র পাশে নেই তার পরামর্শ দাতাসহ প্রশাসনের লোকজন। অনশন ভাঙ্গাতে কেউ

আমরণ অনশনের ব্যানার থাকলেও তারা বৃহস্পতিবার সকাল থেকে অনশনে রয়েছে উপজেলা পরিষদের একটি ঘরে। মৌমিতা খাতুন পলি ও তার বৃদ্ধ মা হুসনিয়ারা বেগমের অনশনের চিত্র দেখে বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ বিদ্রুপাত্মক হাঁসি হাঁসছেন। প্রতক্ষদর্শীরা জানান, পলি ও তার মা অমরণ অনশনের ডাক দিলেও তাদের নাওয়া-খাওয়া সবই ঠিক ঠাক মত চলছে। তবে পলি বলছেন আমরা অনশন থেকে সরে দাঁড়াবোনা।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ওবাইদুর রহমান জানান, অনশনের বিষয়টি জেনে। আমরা স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও মেয়র সাহেবের সাথে বসেছিলাম। বিষয়টি অমীমাংসিত রয়ে গেছে। তবে এসব বিষয়ে আদালতের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া কোন উপায় দেখছি না। তিনি আরো জানান, অনশনরতদের যাতে কেউ সমস্যা না করতে পারে সে জন্য পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সেলিম শাহনেওয়াজ জানান, অনশন ও টাকার বিষয়ে মেয়র বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে বাইপাস করছে। বিষয়টি জেলা প্রশাসককে জানানো হয়েছে। তবে তিনি আরো জানান, টাকা পয়সা লেনদেনের বিষয়টি গাংনী পৌর মেয়রের সাথে অনশনকারিদের। তারা পৌর ভবন এলাকায় অনশনে না বসে উপজেলা পরিষদ চত্বরে অনশনের বিষয়টি দুঃখ জনক। আইনগত ব্যাবস্থা না নিয়ে অনশনের পরিকল্পনা করাটা যুক্তিযুক্ত কিনা সেটাও ভাবা দরকার ছিল তাদের। তবে তারা যেহেতু অনশনে রয়েছেন তাদের নিরাপত্তার জন্য পুলিশ তৎপর রয়েছে।